সংবাদ

তারিখ ... ৪ JUN 2017
পৃঃ ... কলাম ...

উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি পদ্ধতির রূপান্তর

ড. মিহির কুমার রায়

শিক্ষার উদ্দেশ্য আলোকিত মানুষ তৈরি করা যারা পরবর্তীতে জাতিকে আলোকিত করবে। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন মানুষের অভ্যন্তরের মানুষটিকে পরিচর্যা করে খাঁটি মানুষ বানানোর প্রচেষ্টাই শিক্ষা। শিক্ষা হলো বাহিরের প্রকৃতি ও অন্তরের প্রকৃতির মধ্যে সমন্বয় সাধন। মানুষ সম্পর্কে কবির যে অভিব্যক্তি তা চিরন্তন হলেও সময়ের আবর্তে তার অনেক রূপান্তর ঘটেছে যা কলকাতা থেকে প্রকাশিত দেশ সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তা ও আজকের বিশ্বভারতী' পাঠ করলেই অনুধাবন করা যায়। শিক্ষা যুগে যুগে ব্যক্তি পর্যায় থেকে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে রূপ নিয়েছে যা প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যন্ত বিস্তৃত যার শেষ দু'টি ধাপকে বলা হয় উচ্চ শিক্ষার স্থর। আর মাধ্যমিক পরীক্ষা হলো উচ্চ শিক্ষার প্রবেশ দ্বার যেটিতে প্রায় দশটি বছর সাধনার পর কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করে যারা, যাদের সংখ্যা (ধর্মীয় শিক্ষা বাদ দিয়ে) ৬ লাখ ৬০ হাজার ৩৩৬ জন তারাই এখন মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাত্র এক লাখ পঞ্চাশ হাজারে আসন দখলের ভর্তি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। এরই মধ্যে অনলাইনে ভর্তির কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে যা ২৬ শে মে পর্যন্ত চলবে এবং একজন শিক্ষার্থী দশটি কলেজে ভর্তির জন্য তার পছন্দ ব্যক্ত করতে পারবে। ভর্তির ফলাফল বেড়ুবে ৫ই জুন। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা রয়েছে তিন শতটি এবং এই বছর মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১ লাখ ৪ হাজার ৭৬১ জন যাদের ভালো মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার অফুরন্ত বাসনা রয়েছে। অপরদিকে জিপিএ-৪ এর বেশি পাওয়া শিক্ষার্থী হলো ৫ লাখ ৫৫ হাজার ৫৪৫ জন যাদের বেশির ভাগই বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী। আমরা যদি বিজ্ঞান-মানবিক- বাণিজ্য বিষয় নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক (এইচ.এস.সি) এ ভর্তির ব্যাপারটি সর্বাগ্রে বিবেচনা করি তবে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৬ লাখ ৬০ হাজার ৩০৬ জন মাত্র দেড় লাখ আসনের বিপরীতে অর্থাৎ, আসন সংখ্যা সীমিত। তারপরও একথা উল্লেখ্য যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধাও ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে যেমন অনলাইনে এস.এম.এস. মাধ্যমেও এখন ভর্তির আবেদন করা যায় যা শিক্ষার্থী অভিভাবকদের দুশ্চিন্তা থেকে অনেকাংশ মুক্ত থাকতে সহায়ক হবে। কারণ জেলা-উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কলেজগুলোতে আসন সংখ্যা সীমিত থাকলেও রাজনীতির ছত্রছায়ায় এক শ্রেণীর স্থানীয় নেতা কর্মী ভর্তি বাণিজ্যে লিপ্ত হয় যা খুবই বিব্রতকর।

তবে অনলাইন ভর্তি পদ্ধতি এ ব্যাপারে কতটুকু সহায়ক হবে তা ভেবে দেখার বিষয়। সে যাই হোক না কেন এবারকার ফলাফলের ব্যাপারে সুধী সমাজের মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে কারণ এই ফলাফল কখনই শিক্ষার্থীর মেধার পরিচায়ক তা বলা যাবে না কারণ বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ফলাফল ভিত্তিক- জ্ঞান ভিত্তিক নয় যার বর্হিঃপ্রকাশ ভর্তি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে কোন মানসম্মত কলেজে স্থান না পাওয়া। এখন প্রশ্ন হলো পরীক্ষায় পাস একটি পর্যায় এবং মানসম্মত কলেজে ভর্তির সুযোগ আর একটি পর্যায়। শিক্ষার্থীদের এই ভাবনাকে বাস্তবায়ন করতে গিয়ে অভিভাবক কি ভাবছেন এই বিষয়টা প্রাসঙ্গিক। কারণ উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে সরকারি কলেজের তুলনায় বেসরকারিতে খরচ বেশি যা একটি সাধারণ পরিবারের পক্ষে বহন করা শুধু কষ্টসাধ্যই নয়, দুরূহও বটে। তারপরও খরচ চালিয়ে যেতে হয় ভবিষ্যতের আশায় যাতে উচ্চ শিক্ষায় কোন মান সম্মত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা মেডিক্যাল কিংবা কোন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থান করে নিতে পারে। তবে মান সম্মত শিক্ষার বিষয়টি এখানে প্রাসংগিক বিশেষত জিপিএ-৫ পেয়েও কোন শিক্ষার্থীর মান সম্মত কলেজে ভর্তি হতে না পারা। তবে শিক্ষার মান নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন 'আমাদের কাজ শিক্ষার আলো সর্বত্র পৌছে দেয়া, শিক্ষার মানও ক্রমাগত ভাবে বাড়ছে বিশেষত পদ্ধতিগত সংস্কারের কারণে যা সম্প্রতি প্রকাশিত মাধ্যমিকের ফলাফলে দৃশ্যমান'। প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন সমাজে মান সম্মত শিক্ষার প্রসারে অনেক ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে তা নিশ্চয় কিন্তু ৩ লাখ ৫০ হাজার ২শত ৪০ শিক্ষার্থী যারা এ বছর অকৃতকার্য হয়েছে এবং যে ৯৩টি কলেজে থেকে কোন শিক্ষার্থী কৃতকার্য হয়নি তাদের ব্যাপারে কি হবে? আবার সারা দেশে সরকার পরিচালিত যে সকল মাধ্যমিক স্কুল রয়েছে, তাদের ফলাফল তুলনামূলক বিচারে যে দিন দিন পিছিয়ে যাচ্ছে এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ কি?

এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার এটাই প্রকৃত সময় কারণ প্রতি বছর উচ্চমাধ্যমিকে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে এবং এসব শিক্ষার্থীর হাতে সরকার কি মানের শিক্ষা তুলে দিচ্ছে সেটা বিজ্ঞানমনস্ক অগ্রসর শিক্ষা কিনা, ব্যয় সাশ্রয়ী কিনা, নৈতিকতায় ও জ্ঞানে সমৃদ্ধ কিনা, বাজার বান্ধব কিনা, সামাজিক ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিকাশিত কিনা এই প্রশ্নগুলোর একটি স্থায়ী সমাধান খুঁজে না পেলে আমাদের আলোকিত মানুষ তৈরির স্বপ্ন বিফলে যাবে। এটি হলো সার্বিক বিষয়ের একটি আঙ্গিক এবং ভর্তি যুদ্ধের কাহিনীটা এখানে খুবই প্রাসঙ্গিক। এই যুদ্ধেটি কবে কার সঙ্গে যারা সত্যিকার অর্থে পড়াশুনায় নিজেদের তৈরি করেছে যেমন চ্যানেল আই ধারণকৃত মোস্তফা মল্লিকের শিক্ষা বিষয়ক সংবাদ পরিবেশনা যেখানে নরসিংদী জেলার একটি বেসরকারি স্কুল থেকে এবার শতভাগ ছাত্র জিপিএ-৫ পেয়ে ঢাকা বোর্ডে এক উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এত ভালো ফল করার কারণ জানতে চাওয়া হলে প্রধান শিক্ষক বলেন এই স্কুলে প্রতিটি ছাত্রকে অতিব যত্নসহকারে শ্রেণীকক্ষে পাঠদানে ব্যস্ত রাখা হয় এবং তুলনামূলক ভাবে যারা কিছুটা দুর্বল তাদের জন্য বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয় যাতে তারা সেই অভাব কাটিয়ে উঠতে পারে। লেখাপড়ার কাজটি ক্লাসেই নিয়ে নেওয়া হয় যেখানে শিক্ষকদের সহযোগিতা ও অভ্যন্তরীণ শিক্ষা প্রশাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বাজার অর্থনীতির যুগে সরকারি কাঠামোতে শিক্ষার বাণিজ্যকীকরণের ফলে আমরা শিক্ষার মৌলিকত্ব অনেকাংশে হারিয়ে ফেলতে বসেছি যা শিক্ষার মূল আদর্শের সঙ্গে সংঘার্ষিক। ফলে আমরা এই শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে এককেন্দ্রিক যান্ত্রিক মানুষ পাচ্ছি যারা কর্পোরেশনে বিশ্বাসী এক নতুন সমাজের পরিচায়ক যারা বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক বিপরীতমুখী। এখন একটি মৌলিক প্রশ্ন হলো আমরা কি আমাদের সন্তানদের বাঙালি কৃষ্টিতে শান্তিনিকেতনী কায়দায় মানুষ করব নাকি পশ্চিমা ধ্যান ধারণায়?

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন আমাদের শিক্ষার শতভাগ উন্নতি করতে হবে রূপকল্প ২০২১ কে সামনে রেখে এবং আমাদের স্বাধীনতার মূল লক্ষ্যই ছিল সুস্থ, চেতনাসমৃদ্ধ অসাম্প্রদায়িক, বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টি যা কেবল একটি পরিশুদ্ধ মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থাই দিতে পারে। তারই অংশ হিসাবে বর্তমান সময়ে পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস একটি ভাইরাস আকারে আমাদের ছাত্র সমাজকে আক্রান্ত করেছে যা খুবই চিনতার কারণ। তবে সরকার জিডিটাল পদ্ধতিতে উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তির কার্যক্রম শুরু করায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের সম্ভাবনা কিংবা সরকারি কলেজগুলোতে ভর্তির বাণিজ্য নামে দলীয় নেতাদের কলেজ কর্তৃপক্ষের উপর যে ক্রমাগত প্রভাব তা বন্ধ হবে বলে আশা করা যায়। আর কোচিং বাণিজ্যের নামে অর্থের অপচয়ের হাত থেকে অভিভাবকগণ অনেকাংশ রেহাই পাবে। কারণ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলই উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তির একমাত্র নিয়ামক হবে যেখানে প্রভাব খাটানোর কোন সুযোগ থাকবে না। তাই এখন শিক্ষা ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে যার সঙ্গে এই প্রযুক্তির সুষ্ঠ অনুশীলনের মানব সম্পদ তৈরি জরুরি যা কেবল একটি সমন্বিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিই করে দিতে পারে। শিক্ষাই যদি হয় জাতীর মেরুদণ্ড, এর ভিত শক্ত করার ব্যাপারে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক ও সরকারের অগ্রগামী ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষকদের বলা হয় জাতীর বিবেক তাদের উন্নয়নে শিক্ষা প্রশাসন সব সময় উদ্যোগী হতে হবে। ভর্তি ব্যবস্থায় ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছে তা উচ্চ শিক্ষায় ভর্তির প্রতিটি স্তরে ছড়িয়ে দেবে এই প্রত্যাশা রইল।

[লেখক : গবেষক ও ডিন, সিটি ইউনিভার্সিটি]
mihir.city@gmail.com

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.......................
তারিখ.......................
চীফ. পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ. ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর